দৈনিক ইত্তেফাক
19 APR 1996
তারিখ ... 19 APR 1996 ...
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

মেধাবীদের গুরুত্ব কি কমে যাচ্ছে?

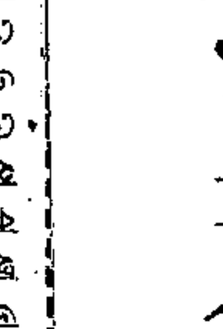

একজন অভিভাবক স্মৃতি আউড়িয়ে বললেন– আমি তখন রংপুরে থাকতাম। কলেজে পড়ি। কলেজের নিয়ম-কানুন খুব কড়া। তবে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বেশ সম্মান করা হত। নাম মনে নেই ঢাকা থেকে এক তরুণ গিয়েছিলেন আমাদের কলেজে। তরুণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। খবর ছড়িয়ে পড়লো কলেজে। মুহূর্তে ভিড় জমে গেল তাকে দেখার জন্য। সেই স্মৃতি আজও ভুলতে পারি না।

মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের দেখার জন্য সেই সময় ভিড় জমে যেত। আর এখন মেধাবীরা যেন উপেক্ষিত। তাদের নিয়ে কোন আলোচনা নেই। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য। সন্ত্রাসীরাই যেন এখন নায়ক। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রাত জেগে যে ছাত্র বা ছাত্রীটি ভালো রেজাল্ট করে পরীক্ষায় প্রথম হয় তাকে নিয়ে কোন আলোচনা নেই। তার বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরাই তাকে ভালো করে চেনে না। অথচ কোন্ ছাত্রটি পিস্তল নিয়ে ঘোরাফেরা করে, কার কোমরে পিস্তল গোঁজা থাকে, কে হলের সীট অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে তার নাম সবাই জানে। কেন এই পরিবর্তন? কারণ তলিয়ে দেখা গেছে– এর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কম দায়ী নয়। কারণ অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রীর চেয়ে একজন বখাটে সন্ত্রাসী অস্ত্রের জোরে গুরুত্ব পায়। কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজে চাঁদা তোলার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে এই সন্ত্রাসী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের করার কিছুই থাকে না। আবার এই সন্ত্রাসী ছাত্রের পরিচয় কোন না কোন ছাত্র সংগঠন। আর তাই সে যখন খুশী তখন কলেজের প্রিন্সিপাল অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির রুমে ঢুকে যায়। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সময় এসেছে। স্বয়ং অভিভাবকেরা খুঁজতে শুরু করেছেন ক্যাম্পাসে দাপট কার বেশী। প্রিন্সিপাল বা ভিসির সাথে কার 'দহরম-মহরম'। কেউ কেউ যেন পায়ে লুটিয়ে পড়েন– বাবা আমার ছেলেটাকে অথবা মেয়েটাকে ভর্তি করাতেই হবে। আমার আজীবনের শখ সে এই কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুক। আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপের মত সন্ত্রাসী তরুণটি তার অদৃশ্য চেরাগে ঘষা দেয়। পিছনের দরজা দিয়ে ভর্তি হয়ে যায় কিছু ছাত্র-ছাত্রী। আর তখনই ক্যাম্পাসে হিরো হয় সে।

কোথাও কোন অনুষ্ঠান হচ্ছে। টিকিটের মূল্য হয়তো দশ বা বিশ টাকা। অনায়াসেই যিনি ১০/২০ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে অনুষ্ঠান দেখতে পারেন তিনিও খোঁজেন 'অমুক' ভাইকে। বিনা পয়সায় অনুষ্ঠান দেখা যেন গর্বের। অমুক ভাইও ছুটে আসেন বীরদর্পে। ভাবটা এমন তার কথামত চলবে অনুষ্ঠান। সে যার কথা বলবে তাকেই টিকিট ছাড়া অনুষ্ঠান দেখতে দিতে হবে। কি দরকার ঝামেলা বাধিয়ে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঢুকতে দিতে হয় বিনা টিকিটের দর্শককে। দর্শক অনুষ্ঠান দেখে অনুষ্ঠানের চেয়ে অমুক ভাইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। 'বুঝছস- ব্যাটা একটা। আমিও হের মত হমু।' এভাবেই সন্ত্রাসীরাই হিরো হচ্ছে। পাশাপাশি গুরুত্ব কমে যাচ্ছে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের। তরুণ কণ্ঠের পক্ষ থেকে আমাদের প্রস্তাব– মেধার কোন বিকল্প নেই। দেশের উন্নত ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে একজন মেধাবী ছাত্র-বা ছাত্রীকেই গুরুত্ব দিতে হবে সবার আগে। এজন্য প্রথম দরকার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত সমাবর্তন অনুষ্ঠান। একাধিক বৃত্তির ব্যবস্থা করা। প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণী পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মানার্থে একটি জাঁকজমক অনুষ্ঠান করা। মেধাবীদের হলে সীট বন্টন বাধ্যতামূলক করা। ছাত্র সংগঠনগুলোও এই দায়িত্ব নিতে পারেন। প্রতিবছর প্রায় প্রতিটি ছাত্র সংগঠন নবীন বরণ অনুষ্ঠান করে থাকে। এই অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের বিগত বছরের সব চেয়ে মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রীটিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এলাকার বিত্তবানরাও এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন। আপনার এলাকার যে তরুণ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে তার জন্য একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে পারেন। ❑ কবিতা হায়দার

> প্রতিবছর প্রায় প্রতিটি ছাত্র সংগঠন নবীন বরণ অনুষ্ঠান করে থাকে। এই অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের বিগত বছরের সব চেয়ে মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রীটিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এলাকার বিত্তবানরাও এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের গুরুত্ব দিন —ইয়াসিন বাবুল